শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম

স্বামী সর্বাত্মানন্দ

অপ্রমেয়ো হৃষীকেশঃ পদ্মনাভোঽমরপ্রভুঃ।
বিশ্বকর্মা মনুস্ত্বষ্টা স্থবিষ্ঠঃ স্থবিরো ধ্রুবঃ ॥১৯

শাংকরভাষ্য : শব্দাদিরহিতত্বান্ন প্রত্যক্ষগম্যঃ, নাপ্যনুমানবিষয়ঃ, তদ্ব্যাপ্তলিঙ্গাভাবাৎ। নাপ্যুপমানসিদ্ধঃ নির্ভাগত্বেন সাদৃশ্যাভাবাৎ। নাপ্যর্থাপত্তিগ্রাহ্যঃ, তদ্বিনানুপপদ্যমানস্যাসম্ভবাৎ। নাপ্যভাবগোচরো ভাবত্বেন সম্মতত্বাৎ। অভাবসাক্ষিত্বাচ্চ ন ষষ্ঠপ্রমাণস্য। নাপি শাস্ত্রপ্রমাণবেদ্যঃ প্রমাণজন্যাতিশয়াভাবাৎ। যদ্যেবং শাস্ত্রযোনিত্বং কথম্? উচ্যতে প্রমাণাদিসাক্ষিত্বেন প্রকাশস্বরূপস্য প্রমাণাবিষয়ত্বেঽপি অধ্যস্তাতদ্রূপনিবর্তকত্বেন শাস্ত্রপ্রমাণকত্বমিতি *অপ্রমেয়ঃ* সাক্ষি রূপত্বাদ্ বা।

হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণি, তেষামীশঃ ক্ষেত্রজ্ঞরূপভাক্। যদ্বা, ইন্দ্রিয়াণি যস্য বশে বর্তন্ত স পরমাত্মা *হৃষীকেশঃ* যস্য বা সূর্যরূপস্য চন্দ্ররূপস্য চ জগৎপ্রীতিকরা হৃষ্টাঃ কেশা রশ্ময়ঃ স হৃষীকেশঃ; 'সূর্যরশ্মির্হরিকেশঃ পুরস্তাৎ' ইতি শ্রুতেঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুত্বম্। যথোক্তং মোক্ষধর্মে—

সূর্যাচন্দ্রমসৌ শশ্বদংশুভিঃ কেশসংজ্ঞিতৈঃ।
বোধয়ন্ স্বাপয়ংশ্চৈব জগদুত্তিষ্ঠতে পৃথক্ ॥
বোধনাৎস্বাপনাচ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ।
অগ্নীষোমকৃতৈরেবং কর্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন।
হৃষীকেশো মহেশানো বরদো লোকভাবনঃ ॥

(মহাভারতম্, শান্তিপর্ব ৩৪২।৬৬-৬৭) ইতি।

সর্বজগৎকারণং পদ্মং নাভৌ যস্য স *পদ্মনাভঃ*, 'অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতম্' ইতি শ্রুতেঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎসাধুত্বম্। অমরাণাং প্রভুঃ *অমরপ্রভুঃ*।

বিশ্বং কর্ম ক্রিয়া যস্য স *বিশ্বকর্মা*। ক্রিয়ত ইতি জগৎকর্ম বিশ্বং কর্ম যস্যেতি বা, বিচিত্রনির্মাণশক্তিমত্ত্বাদ্বা বিশ্বকর্মা; *ত্বষ্টা* সাদৃশ্যাদ্বা। মননাৎ *মনুঃ*। 'নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা' (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩) ইতি শ্রুতেঃ। মন্ত্রো বা প্রজাপতির্বা মনুঃ। সংহারসময়ে সর্বভূততনূকারণত্বাৎ *ত্বষ্টা* ত্বক্ষতেস্তনূকরণার্থাৎ তৃচ্ প্রত্যয়ঃ। অতিশয়েন স্থূলঃ *স্থবিষ্ঠঃ*।

পুরাণঃ স্থবিরঃ 'ত্বেকং হ্যস্য স্থবিরস্য নাম' ইতি বহ্বৃচাঃ; বয়োবচনো বা স্থিরত্বাদ্ ধ্রুবঃ *স্থবিরো ধ্রুব* ইত্যেকমিদং নাম সবিশেষণম্।

ভাষ্যানুবাদ : সংস্কৃত অভিধানে 'মা' শব্দ 'না বাচক', সাধারণত প্রতিষেধ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, 'অপ্রিয়ং মা বদঃ'—অপ্রিয় বোলো না। ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হলে মা-ধাতুর প্রয়োগ হবে পরিমাপ বা measurement অর্থে। যেমন পরিমাপ (পরি+মা+ ল্যুট) অথবা অনুমান (অনু+মা+ল্যুট) ইত্যাদি। আক্ষরিক অর্থে এই বিচার বা সঠিক নির্ধারণকে আমরা বলি 'প্রমা'। 'প্র' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট, 'মা' অর্থাৎ নির্ধারণ। জন্মলগ্ন থেকেই এই